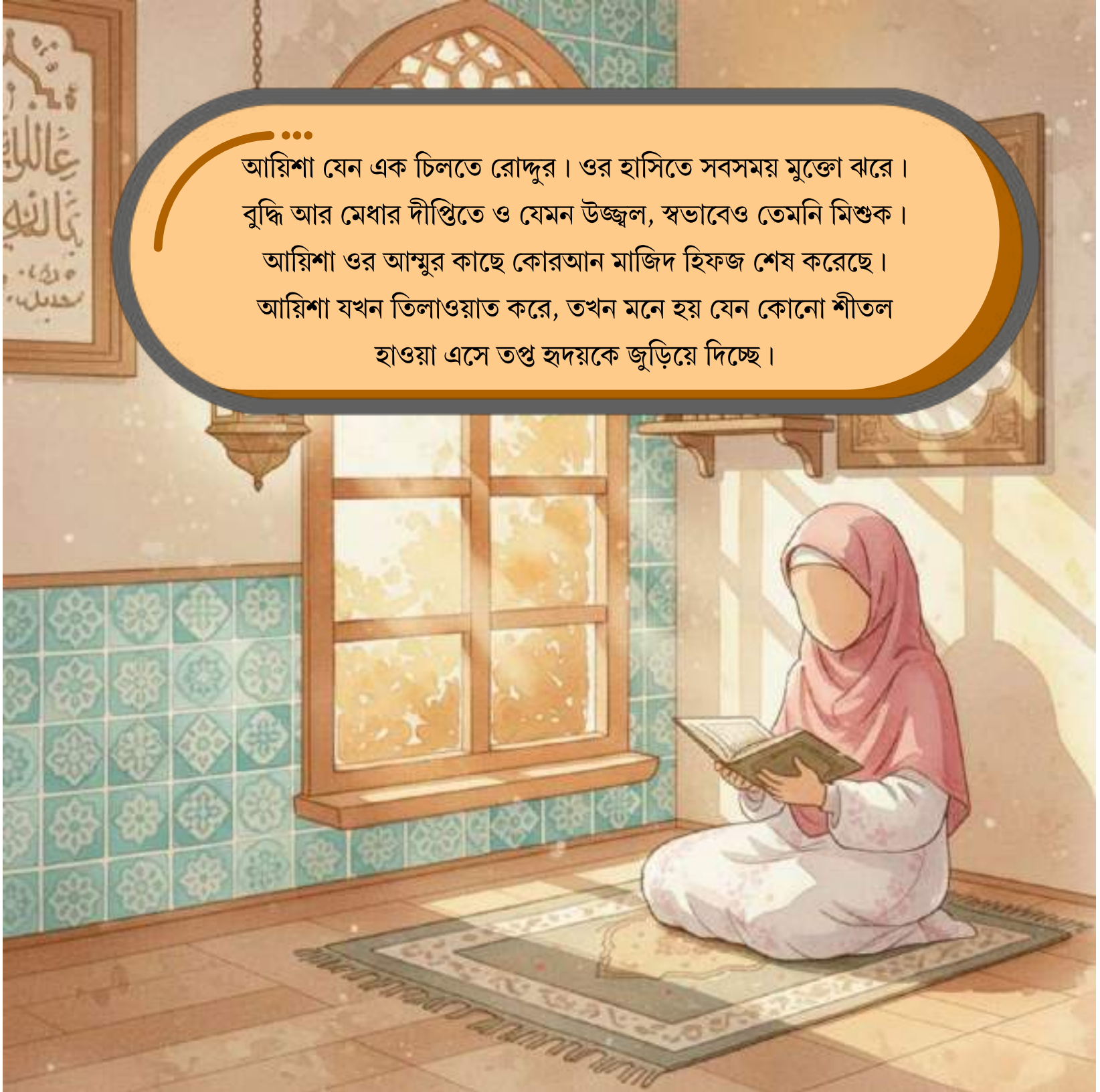


...
আয়িশা যেন এক চিলতে রোদদুর । ওর হাসিতে সবসময় মুক্তো ঝরে ।
বুদ্ধি আর মেধার দীপ্তিতে ও যেমন উজ্জ্বল, স্বভাবেও তেমনি মিশুক ।
আয়িশা ওর আন্সুর কাছে কোরআন মাজিদ হিফজ শেষ করেছে ।
আয়িশা যখন তিলাওয়াত করে, তখন মনে হয় যেন কোনো শীতল
হাওয়া এসে তপ্ত হৃদয়কে জুড়িয়ে দিচ্ছে ।

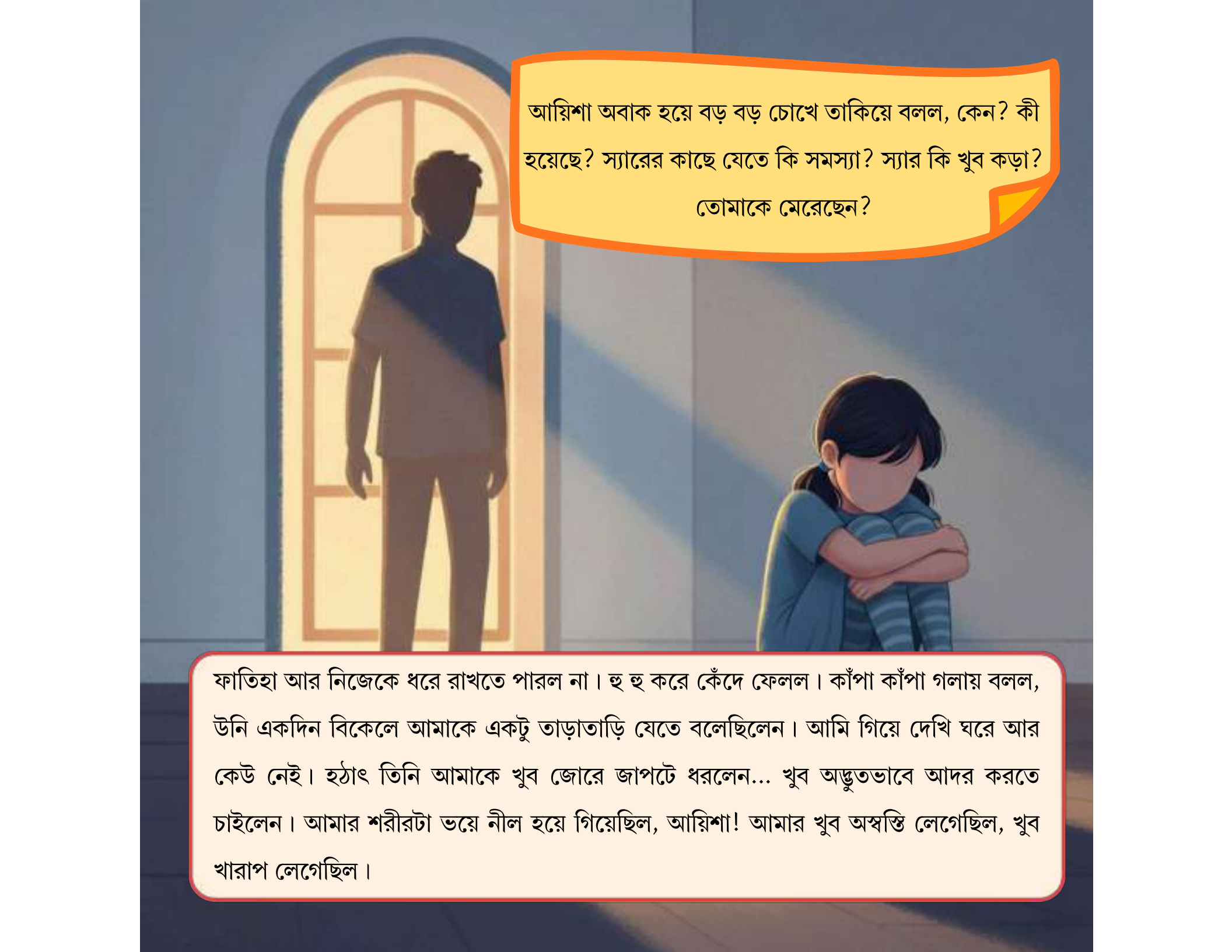


প্রতি জুমু'আর সোনালি সন্ধ্যায় আয়িশাদের ঘরে যেন ঈদের
আনন্দ নামে। তখন তাদের বাড়িতে বসে পারিবারিক তালিম।
আয়িশার আব্বু খুব নরম সুরে ইসলামের সুন্দর সুন্দর গল্প
শোনান। সেই আসর থেকে আয়িশা শিখতে পারে কীভাবে
জীবনকে সুগন্ধি ফুলের মতো সুন্দর করে সাজাতে হয়।



আয়িশা পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে ফাতিহার পাশে বসল।
ওর কাঁধে হাত রেখে খুব মিষ্টি করে বলল, তোমার কী হয়েছে,
ফাতিহা? শরীর খারাপ লাগছে?

ফাতিহা এতটাই গভীর চিন্তার সাগরে ডুবে ছিল যে আয়িশার
উপস্থিতিও টের পায়নি। হঠাৎ প্রশ্নে ও চমকে উঠল। আমতা
আমতা করে বলল, না... মানে, তেমন কিছু না রে আয়িশা।

An illustration of a boy standing in a doorway, silhouetted against a bright light. A girl is sitting on the floor in the foreground, huddled in a ball with her arms crossed, looking down. The background is a simple room with a blue wall and a doorway.

আয়িশা অবাক হয়ে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলল, কেন? কী হয়েছে? স্যারের কাছে যেতে কি সমস্যা? স্যার কি খুব কড়া? তোমাকে মেরেছেন?

ফাতিহা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। হু হু করে কেঁদে ফেলল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, উনি একদিন বিকেলে আমাকে একটু তাড়াতাড়ি যেতে বলেছিলেন। আমি গিয়ে দেখি ঘরে আর কেউ নেই। হঠাৎ তিনি আমাকে খুব জোরে জাপটে ধরলেন... খুব অদ্ভুতভাবে আদর করতে চাইলেন। আমার শরীরটা ভয়ে নীল হয়ে গিয়েছিল, আয়িশা! আমার খুব অস্বস্তি লেগেছিল, খুব খারাপ লেগেছিল।

আয়িশা শিউরে উঠল। অবাক
হয়ে বলল, তুমি আফেল-
আন্টিকে বলো নি?



ফাতিহা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না রে, বলতে পারিনি! স্যার আমাকে ভয় দেখিয়েছেন।
বলেছেন কাউকে বললে নাকি আব্বু-আম্মুর বড় ক্ষতি হবে। সবাই নাকি আমাকেই খারাপ
বলবে। আর স্যার তো আব্বুর বন্ধু; আব্বু কি আমার কথা বিশ্বাস করবেন? হয়তো ভাববেন
আমি ছোট মানুষ, স্যার তো আদরই করেছেন!

সবাই একটু অবাক
হলো। ফাতিহা
সাহস করে বলল,
প্রাইভেট পার্টস
মানে কী, ম্যাম?

নুসাইবা ম্যাম হলরুমের সবার ওপর একবার
চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর স্পষ্ট স্বরে
বললেন, শোনো সোনামণিরা, আল্লাহ
তা'আলা আমাদের এই শরীরটাকে একটা দামি
আমানত হিসেবে দিয়েছেন। আমাদের
শরীরের কিছু কিছু জায়গা আছে যা একান্তই
আমাদের ব্যক্তিগত। যেমন—বুক, আমাদের
দুই পায়ের মাঝখানের অংশ আর কোমরে
নিচের জায়গা (নিতম্ব)। এই জায়গাগুলো
হলো তোমার প্রাইভেট পার্টস।

তোমরা খেয়াল করেছ? আমরা যখন বাইরে যাই বা বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করি, তখন এই
অংশগুলো সবসময় কাপড়ে ঢাকা থাকে। এই ঢাকা জায়গাগুলো তোমার অনুমতি ছাড়া কেউ
দেখতে পারবে না, ছোঁয়া তো দূরের কথা! কেউ যদি ইচ্ছা করে এই প্রাইভেট পার্টসের
জায়গাগুলোতে হাত দিতে চায়, তবে বুঝে নিবে সেটিই হলো ব্যাড টাচ বা খারাপ স্পর্শ।

হঠাৎ ফাতিহা হাত তুলে প্রশ্ন করল, তাহলে ম্যাম, ছোটবেলায় আম্মু যখন আমাদের গোসল করাতো তখন তো উনি শরীর পরিষ্কারের সময় আমাদের প্রাইভেট পার্টস স্পর্শ করতেন, সেটাও কি খারাপ স্পর্শ?



নুসাইবা ম্যাম মুচকি হেসে ফাতিহার দিকে তাকিয়ে বললেন, খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছ মা! শোনো সোনাগিরি, তোমরা যখন একদম ছোট ছিলে, তখন তো তোমরা একা একা চলতে পারতে না, নিজের যত্নও নিতে পারতে না। তখন তোমাদের আম্মু-আব্বু কিংবা দাদু-নানুরা যখন গোসল করিয়ে দিতেন, গায়ে তেল বা লোশন মেখে দিতেন কিংবা অসুস্থ হলে সেবা করতেন, তখন তাঁরা তোমাদের সুরক্ষার জন্যই তোমাদের প্রাইভেট পার্টস স্পর্শ করতেন। সেটি কোনো খারাপ স্পর্শ নয়; বরং সেটি হলো মায়ার ছোঁয়া বা যত্নের স্পর্শ। তাঁরা তোমাদের ভালোবাসেন বলেই এসব করেন।

হলের সব শিশুরা উৎসাহে
হাত তুলল।



আয়িশা বলল, আবু-আম্মু পাশে থাকেন!

রুকাইয়া বলল, ডাক্তারদের গায়ে
সাদা কোট থাকে!



ফাতিহা বলে উঠল, গলায় ঝোলানো
স্টেথোস্কোপ আর ইনজেকশনও থাকে!

ফাতিমা আরো যোগ করে বলল, আর নার্স
আপুরাও তো থাকেন!



নুসাইবা ম্যম হেসে বললেন, মারহাবা! তোমরা তো দেখি সব জানো! একদম ঠিক বলেছ। দেখো, ডাক্তার আঙ্কেল যখন আমাদের সুস্থ করার জন্য হাসপাতাল বা ক্লিনিকে সবার সামনে খুব যত্ন নিয়ে আমাদের পরীক্ষা করেন, তখন সেটিও কিন্তু যত্নের স্পর্শ। ঠিক যেমন তোমার জ্বর হলে আম্মু কপালে হাত দিয়ে দেখেন কিংবা জলপটি দেন। এটি তোমাকে সুস্থ করার জন্য করা হয়।



তোমরা সব সময় মনে রাখবে, তোমাদের আব্বু-আম্মু তোমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু। তাঁরা এসব শুনে তোমাদের ওপর কক্ষনো রাগ করবেন না, বরং তোমাদের সাহসিকতার জন্য তোমাদের বুকে টেনে নেবেন। তাঁরা তোমাদের ছায়া হয়ে পাশে থাকবেন এবং সব বিপদ থেকে তোমাদের নিরাপদ রাখবেন।

ম্যামের এই কথায় হলরুমের শিশুদের চোখে এক নতুন সাহসের চকমকানি দেখা গেল। তারা বুঝতে পারল, সত্য বলাটাই হলো সবচেয়ে বড় শক্তি।



নুসাইবা ম্যামের সব কথা
শোনার পর রুকাইয়া
কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল,
আচ্ছা ম্যাম, যদি কেউ সত্যি
সত্যি আমাদের খারাপভাবে
স্পর্শ করতে চায়, তখন
আমরা কী করব?

নুসাইবা ম্যাম বললেন, রুকাইয়া,
তুমি তো আসল কাজের কথা
জিজ্ঞেস করেছ! চলো, এই বিষয়টি
আমরা একটি খেলার মাধ্যমে শিখি।
খেলাটির নাম সুপার সুপার হিরো!

সুপার হিরোর নাম শুনেই পুরো হলরুমের শিশুরা উত্তেজনায় নড়েচড়ে বসল। সবাই
একসাথে চৈঁচিয়ে উঠল, ওয়াও! সুপার হিরো! এটা কীভাবে খেলতে হয় ম্যাম?

১০. আব্বু-আম্মু ছাড়া অন্য কেউ যদি তোমাকে ভয় দেখিয়ে কিছু শেখাতে চায় বা কোনো কথা গোপন রাখতে বলে, তবে একদম দেরি না করে তা আম্মুকে জানাবে। মনে রাখবে, গোপন রাখা মানেই সেখানে কোনো বিপদ লুকিয়ে আছে।



নুসাইবা ম্যাম হাসতে হাসতে বললেন, আরে ভয়ের কিছু নেই! আমি তোমাদের জন্য একটা চমৎকার বুদ্ধি এনেছি। তোমরা আজ বাসায় গিয়ে আবু-আম্মুর কাছ থেকে একটি 'গোপন কোড' বা বিশেষ কোনো নাম শিখে নিবে। এটা হবে তোমাদের পরিবারের একদম নিজস্ব একটা গোপন পাসওয়ার্ড, যা তোমরা আর তোমার পরিবার ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানবে না!



আয়িশা অবাক হয়ে চোখ
বড় বড় করে বলল, গোপন
কোড! সেটা কীভাবে কাজ
করবে ম্যাম?